

Living the Lotus 11

Buddhism in Everyday Life

2024
VOL. 230



Rishso Kosei-kai of San Francisco Celebrated Its 45th Anniversary on September 15



Living the Lotus
Vol. 230 (November 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rishso Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহীত বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানান্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাজ মাটিতে প্রস্তুত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সাক্ষাতের মাধ্যমে লালিত — শ্রদ্ধাবোধ · লজ্জাবোধ (১)

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিসসো কোসেই-কাই।



শ্রদ্ধাবোধকে জাগ্রত করা

গত বছরের এই সময়ে, আমি "মানুষের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শ্রদ্ধার অনুভূতি এবং লজ্জাবোধ থাকা" মাসাহিরো ইয়াসুওকা মহোদয়ের কথাগুলি তুলে ধরে, অত্রসংস্থার এই বছরের ধর্মনীতি উপস্থাপন করেছিলাম। মহান কিছুর নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসীদের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সকল মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানুষ একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই সমাজকে শান্তিপূর্ণ সমাজে পরিণত করার মূল ভিত্তি।

তবে আগেই বলেছি, যে ব্যক্তি নিজেকে সম্মান করতে পারে না, সে অন্যকে সম্মান করতে পারে না। এমনটি আমি নিজেও, নিজেকে সম্মান করতে পারছি কিনা প্রশ্ন করলে, সততার সাথে বললে বলতে হয় এটি করা খুব কঠিন।

তবুও, এটি আগেও বেশ কয়েকবার বলেছি, নিজের বাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত কড়জোড়ে প্রার্থনারত বুদ্ধের আশীর্বাদে, আমি আমার নিজের মূল্যবান জীবন সম্পর্কে সচেতন হই। প্রত্যেকদিন সকালে ও রাতে, যখনই বুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে কড়জোড়ে বন্দনা নিবেদন করি, তখনই লজ্জাবনত হৃদয়ে "আমিও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি" এমন একটা অনুভূতি কাজ করে।

এই বছর, আমি আমার লেখার শুরুতে "ভয় এবং শ্রদ্ধা" এই দুইটি শব্দের ক্যালিগ্রাফি লিখেছিলাম। এটা অবশ্যই, শ্রদ্ধাবোধের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেছি তাই। যাহোক, যখন শ্রদ্ধার কথা চিন্তা করি, তখন দেবদেবতা, বুদ্ধ, মহাবিশ্ব এবং প্রকৃতি ইত্যাদি, যা মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং ক্ষমতার বাইরে এমন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে "ভয়" এবং "শ্রদ্ধা" এর বিষয়টি ফুটে ওঠে। এর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সুপরিচিত সাধুজন, ঋষি এবং মহান ব্যক্তিদের সম্মান করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু অন্য দিকে, সাক্ষাতলব্দ প্রতিটা মানুষ ও বস্তুগত বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই বিশ্বয়ের ও সম্মানের বস্তু, এভাবে দৈনন্দিন জীবনে শ্রদ্ধা বোধ লালিত হয় বলে আমি বিশ্বাস করি।

সাক্ষাৎ মনের পুষ্টি সাধন করে

উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতা এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে, বাবা-মা তাদের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক মনে করে, প্রায়ই সন্তানদের তিরস্কার করেন বা তাদের উপর রাগান্বিত হন। কনফুসিয়াস দার্শনিক মেনসিয়াস বলেন "জ্ঞানীরা সন্তানকে শিক্ষা দেয় না" কারণ পিতামাতা এবং সন্তানদের মধ্যে শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলা কঠিন বলে প্রাচীনকাল থেকে কথিত আছে। আমি, প্রতিটি পিতামাতা এবং সন্তানের যে নিজস্ব স্বতন্ত্রতা রয়েছে, এবং তাদের ব্যক্তিত্ব আলাদা বলে, তারা একে অপরের ভিন্নতা অনুভব করতে পারে, পিতামাতা তাদের সন্তানের স্বতন্ত্রতাকে সম্মান করা উচিত বলে মনে করি। পিতামাতারা যা বলে এবং যা করে তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকার ঠিক নয়। অর্থাৎ "কথা ও কাজের মিল রাখার" মনোভাব ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সেটাই, বাবা-মা এবং সন্তান একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলার উপায় বলে মনে করি।

সম্মান সম্পর্কে বললে, আমরা সেই বিষয়ে মুহুর্তে কেবল "উর্দ্ধ" দিকে তাকানোর প্রবণতা পোষণ করি। তবে, যারা নিজের মতো একই স্তরের বা যাদের বয়স কম এবং নিজের চেয়ে কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, তাদের প্রতিও শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। এটা দম্পতি কিংবা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, অন্যের স্বতন্ত্রতাকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাদের ভালোদিক ও সুন্দর গুণাবলীর প্রতি সম্মান জানানো, প্রশংসা করা এবং অনুকরণ করা, যা নিজের এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এভাবে গ্রহণ করলে, প্রতিটি সাক্ষাতই শ্রদ্ধাশীল হৃদয়কে লালন করার পুষ্টিতে পরিণত হয় এবং বিষয়টি সদাপরিভূত বোধিসত্ত্বের শ্রদ্ধানুশীলনের মতো একই হবে বলে মনে করি।

ব্যবস্থাপনার দেবতা বলে খ্যাত মাৎসুসিতা কোনোসুকে বলেছিলেন, "স্বর্গ-মৈত্য়, প্রকৃতি এবং এই বিশ্বে, শ্রদ্ধার হৃদয় থাকলে, শ্রদ্ধা যোগ্য অসংখ্য জিনিস রয়েছে" ("মিচিও হিরাকু" /পিএইচপি গবেষণা ইনস্টিটিউট)। অধিকন্তু, তিনি বলেছেন যে "মানুষকে, সমস্ত জিনিস এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্মানের যোগ্য মূল্যবোধ খুঁজার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে" যা ব্যবহার করে, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানান।

যাহোক, "এই শ্রদ্ধার চেতনাকে বিকশিত করতে পারলে, তুলনামূলকভাবে নিজের অনভিজ্ঞতার বিষয়টি অনুধাবন করে, অনিবার্যভাবে অন্তরে লজ্জার অনুভূতি সৃষ্টি হবে" মাসাহিরো ইয়াসুওকা এও শিক্ষা দিয়েছেন। সাক্ষাত, লজ্জাবোধের মতো আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব লালন করতে সহায়তা করে। ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি আমাদের জন্য উল্লেখযোগ্য সাক্ষাতগুলির মধ্যে একটি হলো "লজ্জাবোধ" যা আমরা পরবর্তী সংখ্যায় প্রতিফলিত করতে চাই।

(কোসেই, নভেম্বর ২০২৪)



বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে, সবাই বন্ধুত্বসূলভ ও সুখী

মিস্. চে কাপসুন, রাশিয়া সাখালিন হোজা।



আপনি কখন কীভাবে রিস্সো কোসেই-কাই এর সদস্য হলেন?

২০১৪ সালের নভেম্বরে আমি রিস্সো কোসেই-কাই-এর সদস্যপদ গ্রহণ করি। এর আগের বছর আমার স্বামীকে হারিয়ে, আমি যখন প্রচণ্ড হতাশায় নিমজ্জিত ছিলাম, তখন যিনি আমাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন, আমার এক আত্মীয় পার্ক ওক-হি (এখন দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকেন), তিনি আমাকে রিস্সো কোসেই-কাই-এ যোগদানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু, এই পর্যন্ত আমি রাশিয়ান গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী ছিলাম, তাই রিস্সো কোসেই-কাই নামক একটা বৌদ্ধ সংগঠনে যোগ দিতে দ্বিধায় ছিলাম। রাশিয়ান গোঁড়া খ্রিস্টান থেকে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া কি আসলেই ঠিক হবে? এক বছর পর, অনেক চিন্তাভাবনার করে, "পূর্বপুরুষদের নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর মাধ্যমে মৃত স্বামী ও পিতামাতার জন্য বন্দনা নিবেদন করা হবে এই ভেবে অন্তত একবার রিস্সো কোসেই-কাই-এ যাওয়া উচিত বলে মিঃ পার্ক এর আমন্ত্রণে রিস্সো কোসেই-কাই সাখালিন শাখায় গিয়েছিলাম। সংঘের সদস্যরা আমাকে হাসিমুখে এবং কড়তালি দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, প্রথমবারের মতো ওদায়মকু আবৃত্তি, সূত্রপাঠ এবং সদস্যদের কথা শুনেছিলাম। সেই সময়ে, কোনো এক কারণে আমি প্রচুর ঘামছিলাম, তবে ঘামটি আমার খুব ভালো লাগছিল যা এখনো মনে আছে।

তার পরেও কেন সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

এরপর, মি. পার্ক এর কাছ থেকে বন্দনায় ব্যবহারের জন্য "সূত্রবই" (রুশ অনুবাদ) এর একটা কপি দেন। মি. পার্ক যখনই আমাকে দেখতেন, তখন আমাকে বলতেন, "তুমি কি সূত্রবই পড়েছ?" প্রথমে হয়তো একটু কঠিন লাগতে পারে কিন্তু বারবার পড়ার পর তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে এটা কত চমৎকার। মিঃ পার্কের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে সূত্রপাঠের মাধ্যমে কিছুটা বুঝতে পারি, আমরা কীসের জন্য বেঁচে আছি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত পুণ্ডরীক সূত্রের গভীরতা এবং চমৎকারিত্ব বুঝতে পেরে, সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

প্রতিদিন কোন ধরনের মনোভাব নিয়ে বন্দনা নিবেদন করেন?

কোসেই-কাই-এ মৌলিক অনুশীলনের অন্যতম সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা নিবেদন করাকে বুদ্ধ এবং পূর্বপুরুষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপায় হিসাবে নেওয়া হয়। এটা অন্য কথায় বললে, আমি বর্তমানে বেঁচে থাকতে পেরে অত্যন্ত



মিস্ চে কাপসুন

কৃতজ্ঞ, এবং বেঁচে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে থাকতে পারি না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, সকালে মাঝে মাঝে কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ততার কারণে আমি বন্দনা করতে পারি না। এই ক্ষেত্রে, কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পরে, আমি প্রতিদিন কৃতজ্ঞতার সাথে বন্দনা নিবেদন করে থাকি।

বন্দনার মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন এমন কোনও অভিজ্ঞতা আছে?

আমি একটি কোরিয়ান রেস্তোঁরায় রান্না করতাম। এটি খুব মানসিক চাপযুক্ত একটি কাজ ছিল, অপছন্দের অনেক বিষয়ও ছিল, শারীরিক ও মানসিকভাবে উভয়ই ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতাম, এটা সত্যিই খুব কঠিন সময় ছিল। কিন্তু, আমি যখন বুদ্ধের আসনের সামনে বসে বন্দনা করতাম, তখন আমার হৃদয় ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায় এবং আমি খুব প্রশান্তি অনুভব করি। এবং নিশ্চিত্তে ঘুমিয়ে, পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, প্রফুল্লতা অনুভব করেছি এবং কঠোর পরিশ্রম করার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। এই ধরনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করেছি যে, বন্দনা হলো বুদ্ধকে ধন্যবাদ জানানো এবং সূত্র পাঠের মাধ্যমে বুদ্ধের সাথে কথোপকথনের একটি অনন্য উপায়।

পুণ্ডরীক সূত্রে কি এমন কোনও শিক্ষা রয়েছে যা সর্বদা মনে রাখেন?

পুণ্ডরীক সূত্রে, সদাপরিভূত বোধিসত্ত্ব অধ্যায়ে, যে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমি এই অদম্য শ্রদ্ধানুশীলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই এবং এটিকে মানসিক শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করি। এই অধ্যায়ে, সদাপরিভূত বোধিসত্ত্ব বলেন, "আমি আপনাদের শ্রদ্ধা করি, এবং আপনারা অবশ্যই বুদ্ধ হতে পারেন" এভাবে তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে মানুষের বুদ্ধ-প্রকৃতির সম্মান করেছেন। কিন্তু সদাপরিভূত বোধিসত্ত্ব একথা যাদেরকে বলেছিলেন, তারা তাঁকে কটুকথা বলে, তিরস্কার করেছিল। কেউ পাথর ছুঁড়েছে, কেউবা লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে। তা সত্ত্বেও, সদাপরিভূত বোধিসত্ত্ব বলেন, "আপনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি অবশ্যই বুদ্ধ হতে পারেন" এভাবে ধৈর্যের সাথে তাঁর অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং অবশেষে বুদ্ধ হয়েছিলেন। লক্ষ্যটি বড় এবং খুব কঠিন, তবে আমিও সদাপরিভূত বোধিসত্ত্বের উদাহরণ অনুসরণ করে, সর্বদা শ্রদ্ধা সহকারে মানুষের সাথে আচরণ করে, ধৈর্য সহকারে ধর্মানুশীলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই।

রিস্সো কোসেই-কাই এর শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এমন কোন শব্দ আছে?

প্রতিষ্ঠাতা ধর্মবাণীতে বলেছিলেন, "যদি নিজেকে পরিবর্তন করেন তবে অন্য ব্যক্তি পরিবর্তিত হবে।" আমার কাছে এই শব্দগুলি বেশ পছন্দের এবং চমৎকার বলে মনে হয়। আমরা বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, এবং সমাজে নিজের পরিবর্তনের আগে অন্য ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি এবং ফলস্বরূপ, এটি দ্বন্দ্ব



হোজাশো এর বুদ্ধের আসনের জিনিসপত্র পালিশ করছেন মি. চে

এবং সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু চিন্তা করলে বুঝতে পারি, অন্য ব্যক্তিকে পরিবর্তন করা যায় না। এক নিমিষেই যা বদলানো যায় তা হলো নিজের মন। অন্য ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করার পরিবর্তে প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। এমন স্বাধীন এবং ইতিবাচক পরিবর্তন, মানুষের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এবং চমৎকার জীবনধারা বলে মনে করি।

রিস্সো কোসেই-কাই এর কোন বিষয়টি আপনি আকর্ষণীয় মনে করেন?

সংঘের সদস্যদের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তা সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে করি। প্রত্যেকে ধর্মশালায় সমবেত হয়ে, একসাথে সূত্রপাঠ করা, একে অপরের সাথে কথা বলা এবং আলাপচারিতা করা অত্যন্ত অর্থবহ। সংঘের বন্ধুদের ধন্যবাদ, আমরা একে অপরকে সাহায্য, উৎসাহ দান এবং সহযোগিতা করতে পারি। এবং আমরা একটি প্রফুল্ল, আনন্দদায়ক এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে একসাথে ধর্মের পথে হাঁটতে পারি। বিশেষত, ধর্মানুশীলনের মাধ্যমে, আমরা একে অপরের সাথে জীবনের সমস্যা, কষ্ট এবং আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে ধর্মকে গভীরভাবে জানতে পারি এবং সংঘকে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার জায়গা হিসাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে পারি।

সবশেষে, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি কী আশা করেন বলুন।

সংক্ষেপে, বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে সবাই একসাথে থাকতে চাই, এবং সুখী হতে চাই। ভবিষ্যতেও রাশিয়ার সাখালিন শাখার সংঘের সদস্যদের সমন্বিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, যতটা সম্ভব লোকের কাছে এই মূল্যবান শিক্ষা পৌঁছে দিতে এবং তাদের সুখী করতে চাই। সেইসাথে নিজের সম্পর্কে বললে, পাঁচ নাতি-নাতনিও সুস্থ, প্রাণবন্ত এবং সহানুভূতি পরায়ন মানুষ হয়ে উঠবে আন্তরিকভাবে এই প্রত্যাশা করি।



সাখালিন হোজাশোর বুদ্ধের আসনের সামনে সংঘবন্ধুদের সাথে (সামনের সারি, ডানদিকে)



কাটুন, রিসসো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সংস্থার অনুষ্ঠানাদি

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

৫ মার্চ রিসসো কোসেই-কাই-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

১৯৩৮ সালের ৫ মার্চ রিসসো কোসেই-কাই সঙ্ঘর্ষ পুণ্ডরীক সূত্রের উপর ভিত্তি করে, মানুষের মুক্তি আর সুখের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠার সময় ৩০জনেরও কম সদস্য ছিল। বর্তমানে বিদেশেও এর সদস্য রয়েছে, এটি এখন একটি বৃহৎ ধর্মীয় সংগঠনে পরিণত

হয়েছে। এর কারণ হলো, সদস্যরা ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করে নিজে সুখী হয়ে, সেই আনন্দ অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিয়েছে তাই।

এই দিনে, সদর দপ্তরে অবস্থিত মূল মন্দির ও সারা বিশ্বের শাখা মন্দির সমূহে প্রতিষ্ঠা লগ্নের তাৎপর্য অনুধাবন করে, ধর্মশিক্ষাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাকে পুনর্নবীকরণ করে থাকে।



পাদটিকা

৭ই জানুয়ারীকে বলা হয় 'সপ্তম নববর্ষ' এবং এটিকে নববর্ষের সমাপ্তি বলে মনে করা হয় এবং যেদিন মানুষ তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। সাত ধরনের শাক-সবজি দিয়ে তৈরী পাঁচন 'নানাকুসা কাইয়ু' খেয়ে সারা বছর সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করার দিনও এটি।



যুব দিবস



রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ে একটি যুব বিভাগ আছে।

এখানে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বয়েজ ক্লাব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি যুব ক্লাবও রয়েছে। যুব বিভাগ, প্রতি বছর মে মাসের তৃতীয় রবিবার সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, এদিন হলো "বিশ্ব যুব দিবস"।

এই দিনে, প্রতিটি মন্দিরে এলাকার মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সেবামূলক কর্মকান্ড, বয়স্কদের সাথে যোগাযোগ, বিশ্বশান্তি ও পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে মেলা, ফ্রি মার্কেট, ইউনিসেফ (ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেনস ফান্ড) এর জন্য তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড করে থাকে। উপরন্তু, ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেল থেকে শান্তির জন্য প্রার্থনা করে থাকে।

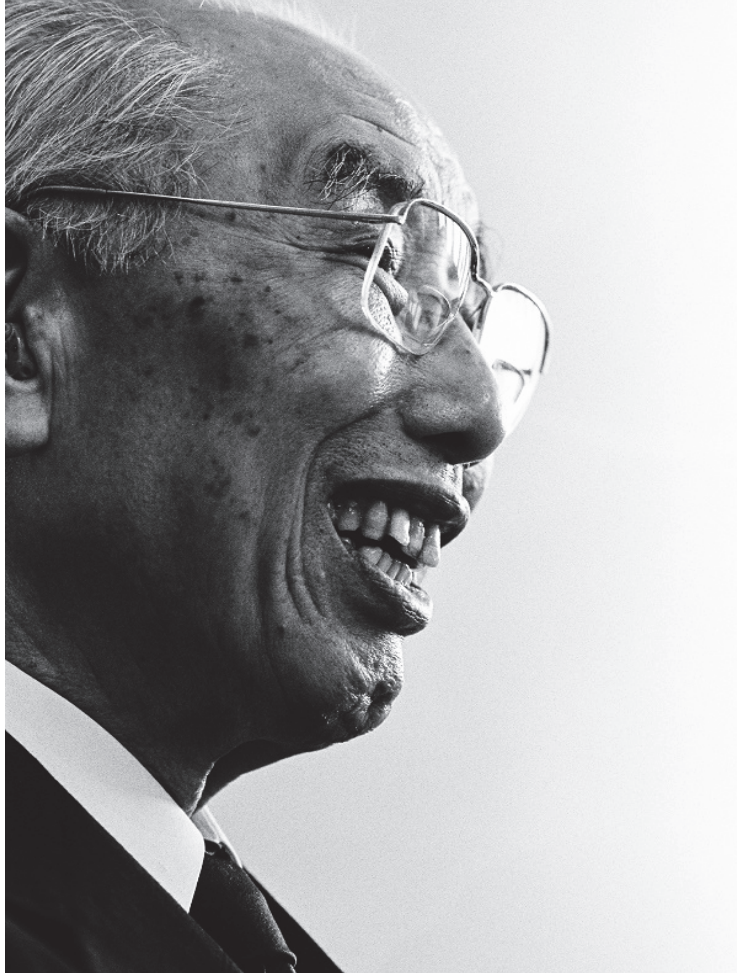
পাদটিকা

১৯৭০ সালে যুব দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৫ সালের মে মাসে "জাতীয় যুব প্রিফেকচার উনিফাইড অ্যাকশন" নামে শুরু হয়েছিল। "উজ্জ্বল সমাজ গড়ি আমাদের হাতে" এই স্লোগানে ট্রাফিক নিরাপত্তা অভিযান, রক্তদান ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।



বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে থাকা জন্ম-মৃত্যু বুদ্ধের মহান জীবনের অংশ

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।



বৌদ্ধধর্মে, "জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু"কে এক বাক্যে "চারি-দুঃখ" বলে আখ্যায়িত করা হয়। বস্তুত, মানব জীবনে নানা দুঃখ-কষ্ট লেগেই থাকে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে, আমরা পরস্পর সুস্থভাবে বেঁচে থেকে, বোধিসত্ত্ব জীবনানুশীলনে নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করি। এটা আমার নিজের শক্তিতে নয়, বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এছাড়াও, আমরা যখন সুখে থাকি, তখন মনে করি যে আমরা বুদ্ধের দ্বারা সুরক্ষিত বা বুদ্ধের দ্বারা জীবিত আছি, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুতর অসুস্থ হলে, পরিবারের কোন সদস্য সড়ক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে, অথবা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলে, তখন আমরা বুদ্ধের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছি বলে মনে করি। তবে তা কিন্তু নয়, বরং এমন সময়েই বুদ্ধ আমাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।



এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, এই রকম একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি অনেক রেস্টোঁরার মালিক ছিলেন, তবে ধীরে ধীরে তার ঋণ বাড়তে থাকে এবং তাকে একটি বা দুটি রেস্টোঁরা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তদুপরি, নিজেও গুরুতর অসুস্থ হওয়ার কারণে অস্ত্রোপচারের উপক্রম হলে, তিনি হতাশার গভীরে ডুবে গিয়েছিলেন। তবুও, কোনও প্রকারে অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়ে, ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। "ওহ, আমি বেঁচে আছি," বলে যেই ভাবলেন সেই মুহূর্তে, আগে কোসেই-কাই এর এক কর্মকর্তার কাছ থেকে শোনা "আপনি বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে আছেন" কথাগুলি মনে পড়ে গেল।

এই পর্যন্ত, নিজের শক্তিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বড় করে তুলেছেন এবং সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছেন বলে মনে করে আসা ব্যক্তিটি, সেই থেকে, "বুদ্ধের দ্বারা রক্ষিত হয়ে বেঁচে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রতিদিন অতিবাহিত করার মতো করে নিজেকে পরিবর্তন করেছিলেন" বলে জানা যায়।

আমরা, আমাদের জীবনে খারাপ কিছু না ঘটুক, ভাল বিষয়গুলি চলতে থাকুক এভাবে কামনা করে থাকি। আর এই ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকলে, এটা আমার নিজের ক্ষমতা বলে মনে করি। যদি, "আমি আমার নিজের শক্তিতে বেঁচে আছি," বলে একগুঁয়েমি মনোভাব পোষণ করি, তবে আমরা বুদ্ধের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে, জাগতিক "দুঃখ" দ্বারা তাড়িত হবো।

জেন ধর্মগুরু দোওগেন তাঁর লেখা পুস্তক "সদ্ধর্ম দর্শন" এর মধ্যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, "এই জীবন ও মৃত্যু হলো বুদ্ধের দুর্লভ জীবনের অংশ। এটাকে যদি আমরা নষ্ট করি, তাহলে আমরা বুদ্ধের জীবনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছি" বলা যায়।

এর অর্থ হলো, "জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু" থেকে শুরু করে সব ধরনের "দুঃখ", সরাসরি বুদ্ধের "মৈত্রী-করুণা" ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক না কেন, আমরা বুদ্ধের "মহান জীবন" নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, অসুস্থতা, বার্ধক্য হওয়া এবং মৃত্যুবরণ করা সব সময়ই, বুদ্ধের "মহান জীবন" এবং বুদ্ধের মহান মৈত্রী-করুণার মধ্যেই রয়েছে।

"দুঃখ-কষ্ট" এর মধ্যে থাকলেই, তবেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের আনন্দ পাই। আর সেই 'দুঃখ-যন্ত্রণা' হলো, বৌদ্ধ পথে অনুসারী হয়ে চলা মানুষের কাছে প্রকৃত সুখের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধের মহান মৈত্রী-করুণাপূর্ণ "আশীর্বাদ" ছাড়া আর কিছুই নয়।

Director's Column

প্রতিটি সাক্ষাতকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা

রেভারেন্ড কেইইচি আকাগাওয়া
ডিরেক্টর, রিসসো কোসেই-কাই ইন্টারন্যাশনাল।

সবাইকে নমস্কার। জাপানে শরৎকালে গাছের পাতাগুলি বর্ণিল রং ধারণ করে, এবং এমন মনোরম দৃশ্য দেখার এটাই সেরা সময়। সম্মানিত পাঠকগণ, সবাই নভেম্বর মাস কেমন কাটাচ্ছেন?

শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট এই মাসের ধর্মবাণীতে, এই বছরের অত্রসংস্থার ধর্মনীতির কথা উল্লেখ করে, "শ্রদ্ধাবোধ" এবং "লজ্জাবোধ" এর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, এবং সমস্ত সাক্ষাৎ শ্রদ্ধার মনোভাব লালন করার জন্য পুষ্টিদায়ক বলে শিক্ষা দান করেছেন। সাক্ষাতলব্ধ সম্পর্ককে আমরা যেভাবে উপলব্ধি করি তা ব্যক্তি এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন হয়, তবে ধর্মানুশীলনকারী এবং সত্য সন্ধানী হিসাবে আমাদের মনের অবস্থা ঠিক সেখানেই প্রয়োজন বলে অনুভব করি। সাক্ষাতকে আত্মকেন্দ্রিক হৃদয়ে গ্রহণ করবেন নাকি, কৃতজ্ঞতা ও নম্রতার সাথে স্বাগত জানাবেন এর মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

আমি যখনই মাসিক ধর্মবাণী পড়ি, প্রেসিডেন্টের ৪০ বছরেরও বেশি আগে প্রকাশিত "সবকিছুই আমার শিক্ষক" এর বাক্যাংশগুলির কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে ধর্মবর্তিকার উত্তরাধিকারীত্ব লাভের আগে প্রেসিডেন্টের অনুভূতি ফুটে ওঠে। সমস্ত সাক্ষাতকে নিজের শিক্ষাদাতা হিসেবে নেয়া একজন ধর্মীয় ব্যক্তি হিসাবে তাঁর প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। মনোরম শরতের ছুটিতে এই চমৎকার বইটি আবার তুলে নিয়ে চুপচাপ পড়ার আশা রাখি।

ধর্মবাণীতে যেমনটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এই মাসে প্রতিটি সাক্ষাতকে "শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় বিকাশের পুষ্টি" হিসাবে গ্রহণ করে, সদাপরিভূত বোধিসত্ত্বের শ্রদ্ধানুশীলনের চর্চা করে যেতে চাই।



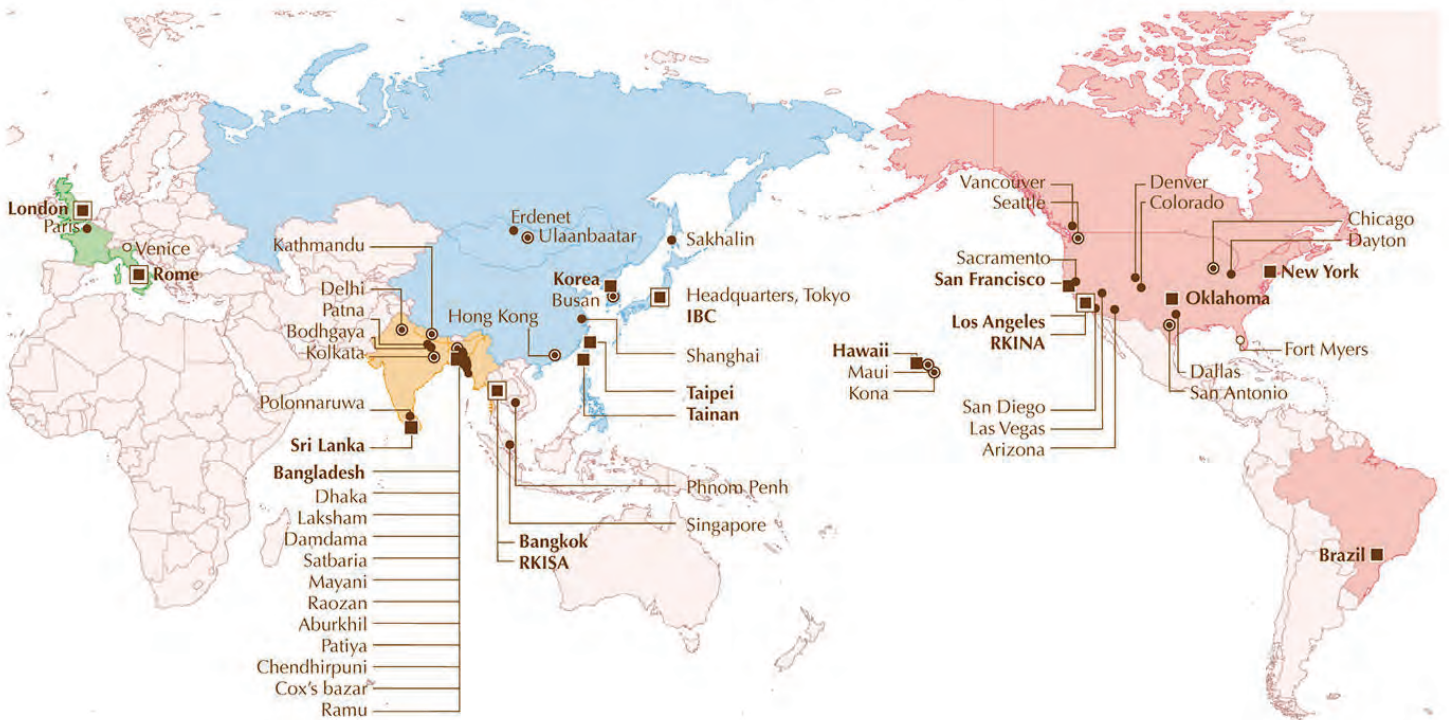
টোকিওর ফুমুনু মিডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তি প্রদান অনুষ্ঠানে, পরিচালক আকাগাওয়ার কাছ থেকে বুদ্ধমূর্তি গ্রহণ করছেন উত্তর আমেরিকান আন্তর্জাতিক মিশন কেন্দ্রের পরিচালক ইয়োসিজিওয়া (উপরে ডানে) এবং কলকাতা শাখার শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া (নীচে বামে)

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about local Dharma centers



facebook



X



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp